দৈনিক ইনকিলাব

52

তারিখ ৫-১২-৯৯২০০০
পৃষ্ঠা ৬
কলাম ১

পাঠ্যবই মুদ্রণ নিয়ে সংকট

নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হতে দু'মাসেরও কম সময় বাকী রয়েছে, অথচ এখনো প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠ্যবই মুদ্রণের কাজ শুরু করা যায়নি। শুধু তাই নয়, মুদ্রণ প্রশ্নে এমন সমস্যা ও জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে যে, আগামী বছরের মার্চ মাসের আগে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে পাঠ্যবই পৌছানো সম্ভব হবে না। এর ফলে দেশের প্রায় এক কোটি প্রাথমিক পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রী যথাসময়ে পড়ালেখা শুরু করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে এবং পিছিয়ে পড়বে অন্তত তিন মাস। গত শুক্রবার দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, মূলত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একগুঁয়েমি ও ক্ষতিকর সিদ্ধান্তই এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছে। জানা গেছে, মন্ত্রণালয় প্রাথমিক পর্যায়ের ৩৩টি বই-ই নতুন করে মুদ্রণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং এসবের মধ্যে ১২টিতে স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস ও মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী সংযোজনের আয়োজন করেছে। এজন্য ব্যয় করা হয়েছে ১ কোটি ১৪ লাখ টাকা। মোট ব্যয়ের পরিমাণ অবশ্য অনেক বেশী এবং সরকার বিশ্ব ব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের কাছ থেকে ৬০ কোটি টাকার ঋণ মঞ্জুর করিয়েছে। সব মিলিয়ে বই মুদ্রিত হবে ৫ কোটি ৬০ লাখ কপি।

ওদিকে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে মুদ্রণের জন্য আয়োজনের ক্ষেত্রে। প্রচলিত নিয়ম অনুসরণ করা হলেও সর্বনিম্ন দরপত্রদাতা হিসেবে এমন দু'টি মাত্র প্রতিষ্ঠানকে ৪ কোটির বেশী বই মুদ্রণের কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে, যাদের নিজস্ব মেশিনসহ প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ও যোগ্যতা নেই। এ দু'টি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আগামী ৬ মাসেও ৪ কোটি বই মুদ্রণ করা সম্ভব নয়। ওদিকে বই মুদ্রণের জন্য ৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ে যে ৮ হাজার টন কাগজ আমদানী করা হয়েছে, সে কাগজও প্রতিষ্ঠান দু'টির মেশিনে মুদ্রণযোগ্য নয়। কারণ, কাগজ এসেছে রীম হিসেবে আর প্রতিষ্ঠান দু'টিতে রয়েছে রোল কাগজের উপযোগী মেশিন। এসব কারণে প্রতিষ্ঠান দু'টি সাব-কন্ট্রাক্টে কাজ করানোর জন্য বিভিন্ন মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের কাছে ধরনা দিয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু মুদ্রণ খাতের চারটি সংগঠন ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তারা সরকারের পক্ষপাতমূলক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং বলেছে, প্রতিবছরের মতো সকল প্রতিষ্ঠানকে সমানভাবে কাজ না দেয়া হলে তাদের সঙ্গে যুক্ত কোনো প্রতিষ্ঠানই মুদ্রণ, বাঁধাই এবং বিক্রয় প্রক্রিয়ায় অংশ নেবে না। চার সংগঠন প্রাথমিক পর্যায়ের পাশাপাশি মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যবই-এর ক্ষেত্রেও একই অবস্থান নেয়ার কথা জানিয়ে দিয়েছে। কারণ হিসেবে জানা গেছে, মাধ্যমিক পর্যায়ের আড়াই লাখ বই মুদ্রণের কার্যাদেশও দেয়া হয়েছে সেই দু'টি প্রতিষ্ঠানকে। চার সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে সাত শতাধিক মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান এবং তারা অংশ নিতে অস্বীকৃতি জানানোয় পরিস্থিতি মারাত্মক হয়ে উঠেছে। জানা গেছে, মূলত চার সংগঠনের অস্বীকৃতির কারণে প্রাথমিক পর্যায়ের বাকী এক কোটির বেশী বই মুদ্রণ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে এবং পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের পক্ষ থেকে নতুনভাবে দরপত্র আহবান করা হলেও আশাব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া যায়নি। ফলে আশঙ্কা করা হচ্ছে, সমগ্র মুদ্রণ প্রক্রিয়াই বাধাগ্রস্ত হতে পারে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের বইপ্রাপ্তি আরো পিছিয়ে যেতে পারে। অথচ, কার্যাদেশে ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে সকল বই মুদ্রণ সমাপ্ত করার কথা বলা হয়েছে, অন্যদিকে বাকী এক কোটির বেশী বই-এর ক্ষেত্রে সর্বশেষ তারিখ দেয়া হয়েছে ৩০ নভেম্বর। কিন্তু তথ্যাভিজ্ঞ বিভিন্ন মহল প্রায় নিশ্চিতভাবে জানিয়েছেন, বাস্তবে এর কোনোটাই সম্ভব নয়।

বলার অপেক্ষা রাখে না, শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পক্ষপাতিত্ব, জটিলতা ও ভুল সিদ্ধান্তের পরিণতিতেই প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে এমন এক অনিশ্চিত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে– যার ফলে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে প্রায় এক কোটি ছাত্র-ছাত্রী। মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীরাও একই কারণে ক্ষতির শিকার হবে বলে ইতোমধ্যে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। আমরা শিক্ষা মন্ত্রণালয় তথা সরকারের অনুসৃত নীতি ও গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাই। বেশী অর্থ আদায় ও গোষ্ঠী বিশেষের উদ্যোগে জিম্মি করার মতো যুক্তিগুলোকে বিবেচনায় রেখেও একথা বলা আমরা দায়িত্ব মনে করি যে, পাঠ্যবই-এর জন্য অবশ্যই অনেক আগে থেকে প্রস্তুতি নেয়া উচিত ছিল এবং কোনো যুক্তিতেই এমন দু'টি মাত্র প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ দেয়া ঠিক হয়নি– যাদের প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ও যোগ্যতা নেই। বলা বাহুল্য, মূলত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষই এক কোটি প্রাথমিক ছাত্র-ছাত্রীর পিছিয়ে পড়ার এবং ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার জন্য দায়ী থাকবে। আমরা আশা করি, সরকার অনতিবিলম্বে এমন পদক্ষেপ নেবে– যাতে মুদ্রণ শিল্পের চার সংগঠনের সহযোগিতা পাওয়া সম্ভব হয় এবং শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই ছাত্র-ছাত্রীরা পাঠ্যবই হাতে পেয়ে যেতে পারে। মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যবই মুদ্রণের ব্যাপারেও একই ধরনের পদক্ষেপ নেয়া জরুরী। আমরা মনে করি, একেবারে শেষ মুহূর্তে বিপন্ন অবস্থায় সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের ঝুঁকি নেয়ার পরিবর্তে সরকারের উচিত দীর্ঘমেয়াদী মুদ্রণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং সে অনুযায়ী যথেষ্ট সময় হাতে নিয়ে অগ্রসর হওয়া। তেমন পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে অবশ্যই পক্ষপাতমূলক নীতি বর্জন করতে হবে এবং মুদ্রণ প্রক্রিয়ায় যত বেশীসংখ্যক সম্ভব প্রতিষ্ঠানকে যুক্ত করতে হবে। আমরা মনে করি না যে, ছাত্র-ছাত্রীদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অধিকার রয়েছে কোনো কর্তৃপক্ষের।